দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 APR 1991
পৃষ্ঠা 5 কলাম 6

84

শিক্ষাঙ্গন

বাণিজ্য শিক্ষার মানোন্নয়ন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিকাশে বাণিজ্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম ব্যবসা, বাণিজ্য, ব্যাংকিং, বীমা, আমদানী, রফতানী, শিল্প সম্পর্ক, উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ, পণ্যদ্রব্য পরিবহন, বিপণন, চাহিদা সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে জনশক্তি সরবরাহের জন্য বাণিজ্য শিক্ষার প্রসারের উপর ১৯৭৪ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বাণিজ্য বিষয়ে ফলপ্রসূ ও উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রাকটিশনার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জনশক্তি তৈরী করবে।

বাণিজ্য শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাণিজ্য শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিশেষতঃ শিক্ষকদের মধ্যে একটা পেশাগত সমিতি থাকা প্রয়োজন। একই সঙ্গে বাণিজ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রকাশনার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক।

কিন্তু প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষার ভূমিকা তেমন একটা নেই বললেই চলে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গঠিত বাণিজ্য শিক্ষা উন্নয়ন সমিতির প্রথম জাতীয় সম্মেলন হওয়ার পর পরই কার্যতঃ বিলুপ্ত হয়। ব্যবসা বাণিজ্য ভিত্তিক যে সব ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে তা-ও ছিল ক্ষণস্থায়ী।

বাংলাদেশে সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে যতশীঘ্র সম্ভব বাণিজ্য শিক্ষার যথেষ্ট মান উন্নয়ন করতে হবে। এর জন্য বাণিজ্য শিক্ষাকে উন্নততর করতে হলে প্রথমেই তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুল পর্যায় হতেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়; প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাণিজ্য শিক্ষাকে ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বীকৃতি নীতি অনুযায়ী কারিগরী শিক্ষা হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

জাতীয় প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মাতৃভাষায় সর্বস্তরের বাণিজ্য শিক্ষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা; শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করা এবং বাণিজ্য শিক্ষা খাতে প্রতি বৎসরই পর্যাপ্ত পরিমাণে পৃথক ব্যয় বরাদ্দ নিশ্চিত করা; দ্বৈত পদ্ধতির সনাতন ও কোর্স পদ্ধতির পরিবর্তে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিন্ন কোর্স ও সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে কলেজসমূহে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা ও যুক্তিসঙ্গত দাবী-দাওয়া অবিলম্বে মেনে নেওয়া; দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে একই ধরনের সিলেবাস ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা।

—মোঃ তৌহিদুল আলম খান